যুগান্তর

৩/১০/২০০৫

তারিখ ... ...
... ৬ ... কলাম ... ৭ ......

মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ করতে হবে

লা হয়, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এ নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। জাতিকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিক্ষার নও বিকল্প নেই। একমাত্র শিক্ষা নিয়েই ট দেশ ও জাতি গর্ব করার সর্বপ্রথম দাবি । অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও অনগ্রসরতা দেরকে অনেকখানি পিছিয়ে রেখেছে। আর জন্য দায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি। শ্রেণীর মানুষ আজ আমাদের দেশের সব ব্যবস্থাকে কলুষিত করে ফেলেছে। আর দায়ভার পড়ছে সব শিক্ষক-ছাত্র সমাজের । শিক্ষাক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাথায়। ত অবাক লাগে শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে মিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্চ পীঠ পর্যন্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের দুষ্টচক্রে র্তত। শিক্ষায়তনের শিক্ষাদানে অনিয়ম-হলার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ষ্ট কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হচ্ছে দুর্নীতি। আর সুযোগ নিচ্ছে স্বার্থান্বেষী একটি শ্রেণী। দন আগে জাতীয় দৈনিকের পাতায় শিক্ষা ষ্ট একটি প্রধান দফতরের সামনে দালাল বষ্টিত কিছু শিক্ষকের সচিত্র প্রতিবেদন হয়। দালাল নামে অভিহিত বিশেষ ট নানা কাজকর্মে আসা শিক্ষকদের কাছ টাকা আদায় করে তাদের কাজকর্ম করে ার যুক্তি করে। এ শ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষা সমূহের যোগাযোগ আছে বলেও প্রকাশ। ও ক্ষেত্রে দালালদের টাকা প্রদান করে করা নিয়োগ, পোস্টিং, বদলির মতো কাজ নেন। দফতরে গিয়ে সরাসরি এসব কর্মচারী-কর্মকর্তাদের দিয়ে করানো সময় নিরীহ শিক্ষকদের দ্বারা সম্ভবপর ওঠে না। দালালদের টাকা দিয়ে শিক্ষকরা সময় যে প্রতারিত হন না তাও নয়। যে শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় জিত থেকে সঠিকভাবে নিজ পেশাগত পালন করেন, সে শিক্ষকের এখন চরম কথা শুনে যে কোনও শিক্ষানুরাগী র ব্যথিত হবার কথা। কিন্তু আজ ক্ষত্রে বিরাজমান এমন নৈরাজ্যের জন্য শিক্ষকের প্রতি আমরা কি এতটা তিশীল হতে পারি!

ড়ে অনেকদিন আগে কোনও সরকারি দ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর এক ছোট্ট ভর্তি র পরীক্ষার্থীসহ কেন্দ্রে উপস্থিত লাম। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের এবং বকদের মধ্যে 'শীতের সকাল' রচনা ব্যাপক আলোচনা শুনতে পেলাম। তারা ভাবে জ্ঞাত আছেন যে, ওই রচনাটিই পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরা সবাই শিক্ষক-শিক্ষিকা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মূলক পাঠ সমাধা করিয়েছেন। বলা 'শীতের সকাল' রচনা লিখেই ওই গণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং বকদের উচ্চমূল্যে কেনা ভর্তি পরীক্ষার নিয়ে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক উভয়ই হলেন।

ল স্কুল কলেজসহ প্রায় সব শিক্ষায়তনে দেরকে স্কুল শিক্ষক দিয়ে প্রাইভেট র প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকরাও তাদের নির্ধারিত শিক্ষকতার দায়িত্ব-র চেয়ে প্রাইভেট টিউশনির প্রতি বেশি দেন। স্কুল-কলেজে আজকাল একদম া হয় না বলে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যে সব শিক্ষার্থী স্কুল শিক্ষক দিয়ে পড়ে, পরীক্ষায় তাদের অন্যায়ভাবে ম্বর দেয়ার অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে মতো নয়। প্রাইভেট শিক্ষক দিয়ে দের পড়ানোর এক অশুভ গিতায় যেন মেতে উঠেছে সারা দেশের । ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে সেন্টার। অনেকে শিক্ষকতার চাকরি য়েই লাভজনক টিউশনির পেশায় লেগে ছাত্রছাত্রীরা হয়ে পড়েছে স্কুলবিমুখ। অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে চরম তা। শিক্ষার্থীরা হচ্ছে নকলপ্রবণ। সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে বিচরণ করছে সীমাহীন শিক্ষার ভাণ্ডার। প্রাইভেট টিউশনি করে পরিশ্রান্ত শিক্ষক যেন স্কুলে আসেন বিশ্রামের জন্য। সেখানে পাঠদানের মতো শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাদের থাকে না। আর বাড়তি অর্থের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে একজন শিক্ষক তার নৈতিকতা হারান। পরবর্তীতে সে টাকার বিনিময়ে ফলাফল বিক্রি করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। শিক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার করার মতো মন মানসিকতা এ ধরনের শিক্ষকের থাকে না বলে তারা যে কোনও ধরনের জঘন্য কাজ করতে পিছপা হননা।

শিক্ষক সহায়তায় বা প্রশাসনে নিজেরই প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তন করার মতো চরম অপরাধ করছেন কেউ কেউ। এসব কাজে জড়িত থাকেন শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি। সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষার খাতা পরিবর্তন করে নিজ পুত্রকে বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম স্থান লাভে সহায়তা করার অভিযোগে একজন সরকারি কর্মকর্তাকে তার পুত্রসহ শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এহেন অপরাধের জন্য শাস্তি বিধান নিশ্চিত হলে সুশীল সমাজে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে আসতে পারে।

সম্প্রতি একটি দুঃখজনক ঘটনা জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ দশ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে তার মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ফলাফলে তার প্রথম স্থানকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের বারান্দায় ঘুরে ফিরেছে বহু বছর ধরে। অনেক আবেদন করেছে। অনুরোধ উপরোধ করেছে। এ নিয়ে একাধিকবার কমিটি-কমিশন গঠন করা হয়েছে। তার প্রথম স্থান অধিকার করার সিদ্ধান্ত দ্বারপ্রান্তে এসে আবার থেমে গেছে। একজন শিক্ষানুরাগী মেধাবী শিক্ষার্থীর ন্যায্য দাবি দীর্ঘদিন কিছু শিক্ষকের দুর্নীতির যাঁতাকলে চাপা পড়ে পিষ্ট হয়েছে। অবশেষে সুদীর্ঘ দশ বছর পর সে সত্য আলোর মুখ দেখেছে। তাকে দেয়া হয়েছে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবার স্বীকৃতি। কিন্তু এ দশ বছরে তো তার জীবনের উজ্জ্বল সময় নিঃশেষ হয়ে গেছে। মরে গেছে তার নিজেরই দুর্নীতিপরায়ণ কিছু শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে। তাই সে বিবেকবান প্রতিটি মানুষের কাছে এক বিরাট প্রশ্ন রেখেছে, প্রথম স্থান দিয়ে আজ সে কি করবে!

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার :

১. শিক্ষকতা পেশায় যোগ্য মেধাবীদের নির্বাচন দান
২. কৃতী শিক্ষকদের জন্য ইনসেনটিভ প্রদান
৩. সর্বস্তরে চাকুরিরত শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করা
৪. পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন
৫. নকল রোধে প্রশ্নপত্রের ধরন পরিবর্তন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ
৬. ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ
৭. শিক্ষক-অভিভাবক মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা
৮. ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বিধি-নিষেধ আরোপ
৯. পাঠ্যক্রমে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কিত বস্তু অন্তর্ভুক্তি
১০. দুর্নীতিপরায়ণ ছাত্র-শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা।

বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে যে অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতি বিরাজ করছে, যে কোনও মূল্যে তা নির্মূল করা দরকার। শিক্ষা বিকাশে সব বাধা অপসারণ করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষাক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করতে না পারলে দেশ ও জাতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনও ক্রমেই সম্ভব নয়। এ জন্য সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক।

মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ : *প্রাবন্ধিক*